আয়না

গৌরবের ১ দশক পূর্তি স্মরণিকা

আলোর প্রদীপ
ALLOR PRODIP

আয়না
গৌরবের ১ দশক পূর্তি স্মরণিকা

সম্পাদনা

তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, আলোর প্রদীপ

কৃতজ্ঞতা

জামিল আখতার বীনু, রত্নগর্ভা মা, গুণী লেখক ও সম্পাদক

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

এম এম মেহেরুল, চেয়ারম্যান, আলোর প্রদীপ

সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে

মোঃ আশরাফুল ইসলাম, উপ-চেয়ারম্যান, আলোর প্রদীপ

মোঃ আজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, আলোর প্রদীপ

এস এম আহসান কবির, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, আলোর প্রদীপ

এস এম সামিউল ইসলাম, তথ্য, প্রচার ও গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক
আলোর প্রদীপ

স্মরণিকা নামকরণ

ইকবাল কবির লেমন, লোকগবেষক ও সম্পাদক

প্রকাশকাল

১১ ই অক্টোবর ২০১৮খ্রিষ্টাব্দ

উৎসর্গ

সম্মানিত উপদেষ্টা মরহুম বাহার উদ্দিন, একরামুল হক সাজু
সদস্য মরহুম সোহেল রানা।

সৌজন্য মূল্যঃ ১০/- (দশ টাকা মাত্র)

আয়না
গৌরবের ১ দশক পূর্তি স্মরণিকা

সূচীক্রম:

বাণী	৪
সংগঠনের সাধারণ তথ্যাবলী	৯
সংগঠনের পরিচালিত বর্তমান কার্যক্রম	১৬
আমাদের প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম	১৭
উপদেষ্টা পরিষদ	১৭
৫ম কার্যপরিষদ সদস্য তালিকা	১৮
সাধারণ সদস্য তালিকা	২১
উপ-কমিটি তালিকা	২৫
পরিকল্পনা কাউন্সিল	২৭
কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল কার্যনির্বাহী কমিটি	২৮
জয়িতা ইউনিট	২৮
কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল	২৯
পীরগাছা উপজেলা শাখা কমিটি	৩০
পীরগাছা উপজেলা শাখা সদস্য তালিকা	৩০
সবুজসাথী উচ্চ বিদ্যালয় ইউনিট	৩১
দাতা সদস্য তালিকা	৩২
আলোর প্রদীপ সম্মাননা স্বারক প্রাপ্ত সদস্য তালিকা	৩২
সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তালিকা	৩৩
সংগঠন হতে সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজন	৩৩
সাবেক কার্যপরিষদ সদস্য	৩৪
কর্ম এলাকা	৩৫
আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৬
বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান	৩৭
সংগঠন পরিদর্শন করেছেন যারা	৪১
আলোর প্রদীপ সংগঠনের শুরু যেভাবে	৪৪
আলোর প্রদীপের অনির্বাণ শিখায় আলোকিত হোক সমাজ	৪৮
তবু বেঁচে থাকা	৫০
যদি পারতাম	৫২
স্মৃতিচিত্র	৫৩

বাণী

মোঃ শফিকুর আলম
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
সোনাতলা, বগুড়া।

সৃজনশীল কর্ম সমাজের দর্পণ হিসেবে সমাজকে আলো দেয়। মানুষকে মন্দ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে। ঐতিহ্যবাহী বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় "আলোর প্রদীপ" নামক একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সোনাতলা তথা সারা বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহ সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়ে একটি কলুষমুক্ত সুসমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে আশা করছি। আমি আরো আনন্দিত এই জেনে যে, হাটি হাটি পা পা করে মাত্র ২/-(দুই টাকা) পুঁজিকে সঙ্গী করে এই সংগঠনটি নানা প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যেও সফলতার সাথে এক দশক পূর্ণ করে ১১তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। তাদের ১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে "আয়না" নামক একটি স্মরণিকা ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আশা করছি এই "আয়না" আগামীর পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। আমি "আলোর প্রদীপ" সংগঠনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বাণী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ (নান্নু)
মেয়র, সোনাতলা পৌরসভা

আলোর প্রদীপ সংগঠনের কার্যক্রম নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" সংগঠনটি হাটি হাটি করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এক দশক পূর্ণ করে ১১তম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ প্রায় সাত বছরের অধিক। সংগঠনটি একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠনে যেরূপ অবদান রেখে চলেছে, তাতে করে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। এছাড়াও সংগঠনটি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান, বাল্য বিয়ে বন্ধ, মাদকের বিরুদ্ধে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সংগঠনটি ১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে "আয়না" নামক একটি স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে তাদের ধারাবাহিক সাফল্যের অংশ হিসেবেই দেখছি। আমি এই সংগঠন ও স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করি। আলোর প্রদীপ সংগঠনের আলো সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক এবং সেই আলোতে সমাজের সকলের মধ্যে পরিবর্তন ঘটুক।

বাণী

মোঃ আব্দুল রাজ্জাক
প্রধান উপদেষ্টা ,আলোর প্রদীপ
(সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল)

আলোর পথের দিশারী, পথ প্রদর্শক সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" এক দশক পূর্ণ করে ১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে "আয়না" নামক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। মানবতার দিশারী "আলোর প্রদীপ" সোনাতলা সহ ক্রমবর্ধমান এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। মানুষ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেউ কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। আলোর প্রদীপ সেরকম একটি একদল তরুণের সংগঠন। এ সংগঠন মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুলে পড়ালেখায় আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধে কাজ করছে। আলোর প্রদীপ এর সামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিধি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করি। পরিশেষে "আলোর প্রদীপ" সংগঠনের সাথে জড়িত সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বাণী

এম এম মেহেরুল
চেয়ারম্যান, আলোর প্রদীপ

দশজন মানুষ আর একটি ভালো কাজকে সামনে চলার দিশা নিয়ে যারা পথ চলে তারা নির্ভিক সৈনিক। তারাই পারে সমাজের কুলীনতা দূর করতে। কারণ তারা সকল বাধাকে অতি সহজেই অতিক্রম করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আমাদের উপহার দেয় একটি আলোকিত সমাজ ব্যবস্থা। আলোর প্রদীপ সংগঠনের প্রত্যেকটি সদস্যই এক একটি নির্ভিক অকুতোভয় আলোর সৈনিক বলেই মনে করি। আলোর প্রদীপ দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান, মাদক মুক্ত সমাজ গঠন সহ অন্যান্য অসচেতনতা দূর করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । শুধু দেশের মাটিতে নয় আলোর প্রদীপ স্বপ্ন দেখে পুরো বিশ্বকে বদলে দিতে। আলোর প্রদীপ এক দশক পেরিয়ে ১১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে "আয়না" নামক স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে আমরা ধন্য। এই স্মরণিকা আগামী পথ চলার পাঞ্জেরী হিসেবেই নির্দেশিত হবে। আলোর প্রদীপ সম্পূর্ণ গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সংগঠনের সহিত জড়িত সকলের সার্বিক পরিশ্রম ও সহযোগিতায় সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সকল সদস্য, শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

বাণী

মোঃ আজাদ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
আলোর প্রদীপ

সততা, নিষ্ঠা এবং সৃজনশীল ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষের অপার বন্ধুত্ব আর ভালবাসায় গঠিত সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" । এটা কোন গতানুগতিক ধারার সংগঠন নয়। এর প্রতিটি কার্যক্রম সেবামূলক, সমাজ গঠনে সহায়ক ও দিক নিদের্শনামূলক। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ অ-রাজনৈতিক সেবামূলক সংগঠন "আলোর প্রদীপ" এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সংগঠনের সকল সদস্য, উপদেষ্টা মণ্ডলী, দাতা সদস্য এবং সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সবার শ্রম ও মেধার বিকাশে কিছু সাহসী উদ্যোগ নেওয়ার ফলে আজ এক দশক পূর্ণ করে ১১তম বছরে পদার্পণ করছে এই সংগঠনটি। এই সংগঠনের একজন সদস্য হতে পেরে আমি বরাবরই গর্বিত। পরিশেষে, 'সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে' এই মন্ত্রদীপ্ত শ্লোগানকে বুকে ধারণ করে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও হার বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে যাবে "আলোর প্রদীপ" এই কথাটুকু দিতে পারি। এক দশক পূর্তীতে স্মরণিকা "আয়না" হয়ে উঠুক আলোকিত সমাজের মঙ্গলময় প্রতিচ্ছবি। সেই সাথে সংগঠনের মঙ্গল কামনা করছি।

সংগঠনের সাধারণ তথ্যাবলী

সংগঠনের নাম ও ঠিকানাঃ

(ক) বাংলায়ঃ আলোর প্রদীপ (সামাজিক উন্নয়নমূলক সংগঠন)।

(খ) ইংরেজিতেঃ ALLOR PRODIP (social development organization)

(গ) প্রতীকঃ উদীয়মান সূর্যের চর্তুপাশে অর্ধবৃত্ত আসমানী রঙ দ্বারা অর্ধবৃত্ত টি সীমাহীন বিশালতা ও সবুজ রঙের ইউ আকৃতি দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকেই প্রকাশ করে।

(ঘ) পতাকাঃ সাদা রঙের মধ্যে উদীয়মান লাল সূর্য, বাম পাশে আসমানী রঙ লম্বভাবে সাদা অংশকে খণ্ডিত করে এবং উপরের দিকে ডানপাশে ত্রিভূজ আকৃতির সবুজ রঙের মিশ্রণ।

(ঙ) শ্লোগানঃ সংগঠনের শ্লোগান হবে "সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে"। যা জগতের সর্বক্ষেত্রে সুন্দরের বার্তা বহন করবে ।

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ

গ্রামঃ কাবিলপুর, ডাকঘরঃ সোনাতলা, ইউনিয়নঃ সোনাতলা, উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

আলোর প্রদীপ চক্কর, কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া-৫৮২৬।
মোবাইলঃ ০১৭৭০-০৭৩২৮১
ই-মেইলঃ allorprodip2008@gmail.com

সামাজিক যোগাযোগঃ

ফেসবুক-https://web.facebook.com/আলোর-প্রদীপ-৩০৪৪০৬৪৭৬৩১৭৭১৬
টুইটার- https://twitter.com/Allorprodip

সংগঠনের যাত্রাঃ

পরার্থপরতা মানুষের বিশিষ্ট গুণ। পশুর মত আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপনের জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে নি। পরার্থে আত্মোৎসর্গ করার জন্যই পৃথিবীতে মানুষের আগমন ঘটেছে। এই জন্যই বোধ করি ভূপেন হাজারিকা গেয়েছিলেন "মানুষ মানুষের জন্য,

জীবন জীবনের জন্য"। সত্যিই মানব জীবন যদি অপরের কল্যাণে ব্যয় না হয়, তাহলে তার মাঝে সার্থকতা কোথায়? আর এই মানবতার সেবায় চিরন্তন বাণীতে উজ্জীবিত "আলোর প্রদীপ" সমাজের নিরক্ষরতা দূরীকরণ,সমস্ত অন্যায় কুসংস্কার ও কুপমন্ডুকতা দূর করার লক্ষ্য "সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে" এই মন্ত্রদীপ্ত শ্লোগানকে বুকে ধারণ করে গত ১১ই অক্টোবর ২০০৮খ্রিষ্টাব্দ হতে মাত্র ২/- (দুই টাকা) পুঁজি ও দুই জন সদস্য নিয়ে অ-আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

সংগঠনের নামঃ

আলোর প্রদীপ শব্দ দুটি এখানে মূলত প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এখানে "আলো" বলতে আমরা সেই আলোকে বুঝিয়েছি , যা মানুষের জীবনকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে। আর "প্রদীপ" হচ্ছে সেই আলো প্রজ্বলনের উপকরণ । যার উপর ভিত্তি করে আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই ভিত্তি হচ্ছে অত্র সংগঠন ।

সংগঠনের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আলোর প্রদীপ একটি স্বেচ্ছাসেবী এবং সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। যার মূলমন্ত্রে রয়েছে জনসেবা । জনসেবাই তার ধ্যান ,চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। আমরা জানি , একটি সুষ্ঠ সুন্দর ধারাবাহিক পরিকল্পনা ছাড়া কোন ভালো কাজ করা সম্ভব নয় । আর সে কথা মাথায় রেখে আমরা একটি সুষ্ঠ ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ।

আমাদের উদ্দেশ্যঃ

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল ব্যয় বহন ও সার্বিক সহযোগিতা করা । এর পাশাপাশি আমরা আরো বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ।

১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করনে নানামুখী বাস্তব ভিত্তিক কর্ম সম্পাদন।

২। সামাজিক ক্ষেত্রে নানামুখী কুসংস্কার দূরীকরনের লক্ষ্যে কার্যকরি উদ্যাগ গ্রহণ।

৩। সামাজিক জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৪। মাদকাশক্তির করাল গ্রাস হতে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৫। কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করা।

৬। শিশু শ্রম বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৭। যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্ম সম্পাদন।

সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

আলোর প্রদীপ তার নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত। এখানে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়।

১। উপদেষ্টা পরিষদঃ

সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্য পরিষদকে সার্বিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত কার্যপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। একজন প্রধান উপদেষ্টা সহ কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যগণের সমন্বয়য়ে এই পরিষদ গঠিত। গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর। এবং উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন।উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে গেলে তাকে অবশ্যই সংগঠনের সাধারণ সদস্য পদে কমপক্ষে এক বছর কাজের যোগ্যতা থাকতে হয়। কিন্তু উপদেষ্টা পরিষদ শুধুমাত্র নির্বাচন কালীন সময় ব্যতীত কোন নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না।

২। কার্যপরিষদঃ

সংগঠন পরিচালনার জন্য একটি ১৯ সভ্য বিশিষ্ট কার্যপরিষদ রয়েছে। কার্যপরিষদের প্রত্যক সদস্যই সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। নির্বাচিত কার্যপরিষদ দুই বছরের জন্য প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত। নির্বাচিত কার্যপরিষদ সকল প্রকার সাংগঠনিক নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারি। সকল প্রকার সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন, উপ-কমিটি পরিচালনা, উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন সহ সকল ক্ষমতা কার্যপরিষদের হাতে ন্যাস্ত। প্রতি মাসে একবার কার্যপরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। উপ-কমিটিঃ

সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কার্যপরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের অধিভুক্ত ৫ টি উপকমিটি বিদ্যামান রয়েছে। উপকমিটি গুলো কার্যপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে এক বছর মেয়াদে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং প্রত্যক উপ-কমিটির একজন করে সভাপতি ও সহ-সভাপতি সহ কার্যপরিষদ কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণের সমন্বয়য়ে স্ব-স্ব বিধিমালা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উপ-কমিটি গুলো সভাপতির নেতৃত্বে স্ব-স্ব বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত।

উপকমিটি সমূহ-

ক। শিক্ষা সহায়তা উপ-কিমিটি।

খ। সাংগঠনিক উপ-কমিটি।

গ। সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি।

ঘ। মানবিক সহায়তা উপ-কমিটি।

ঙ। তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি।

মূলত এ উপকমিটির তত্ত্বাবধায়নে সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

৪। সহযোগী সংগঠনঃ

(ক) কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল-

এছাড়া সংগঠনকে সহযোগিতার জন্য কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল নামে একটি সহযোগী সংগঠন রয়েছে। সহযোগী সংগঠন তাদের নিজস্ব বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত এবং কিশোর দল পরিচালনার জন্য আলাদা একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। এই পরিষদের সকল সদস্য কিশোর দলে অন্তর্ভূক্ত সদস্যগণের সরাসরি প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ও আলোর প্রদীপ সংগঠনের কার্যপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। কিশোর দলের নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ এক বছর। কিশোর দলে অন্তর্ভূক্ত সদস্যরা ১৮ বছর পূর্ণ করার পর আলোর প্রদীপ সংগঠনের সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকে।

(খ) জয়িতা ইউনিট-

সংগঠনের নারী সদস্যদের স্ব স্ব স্বাধীন সত্তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জয়িতা ইউনিট নামক একটি দল রয়েছে। এই দল কার্যপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও এর কমিটির সদস্যরা কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত। এই ইউনিট নারীদের সকল সমস্যা সমাধানে কাজ করে থাকে।

(গ) শাখা ইউনিট-

সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম সারা দেশব্যপী ছড়িয়ে দিতে এলাকা ভিত্তিক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে সংগঠনের শাখা ইউনিট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শাখা ইউনিটগুলো আলাদা বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি শাখা ইউনিট পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। শাখা ইউনিট পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা স্ব স্ব শাখা ইউনিটে অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে এক বছর মেয়াদে নির্বাচিত ও আলোর প্রদীপ কার্যপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত। শাখা ইউনিটে অন্তর্ভূক্ত সদস্যরা কমপক্ষে একবছর শাখা ইউনিটে কাজ করা স্বাপেক্ষে আলোর প্রদীপ সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

৫। পরিকল্পনা কাউন্সিলঃ

কার্যপরিষদ কে সহায়তার লক্ষ্যে এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে সাবেক কার্যপরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠিত হয়। পরিকল্পনা কাউন্সিলে একজন কাউন্সিল প্রধান সহ কত জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত হবেন তা কার্যপরিষদ নির্ধারণ করে থাকে এবং পরিকল্পনা কাউন্সিলে পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক সাচিবিক দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিটি চলমান কার্যপরিষদ কার্যভার গ্রহণের পর সুবিধাজনক সময়ে এই কাউন্সিল গঠন করে থাকে এবং কার্যপরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ বা ভেঙ্গে যাওয়া বা ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন হতে চলমান পরিকল্পনা কাউন্সিল বিলুপ্ত হয় বা কার্যপরিষদের ইচ্ছায় চলমান বা বিলুপ্ত হয়। পরিকল্পনা কাউন্সিল শুধুমাত্র বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যপরিষদকে সুপারিশ করে। এতদ্বা কার্য ব্যতীত এ কাউন্সিল কোন রূপ নির্বাহী বা তদরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

সাংগঠনিক কর্ম এলাকাঃ

বর্তমানে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলা সহ স্কুল, কলেজে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আর্থিক বিষয়ঃ

আমরা জানি যেকোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু অত্র সংগঠন কোন প্রতিষ্ঠান, এনজিও বা কোন ব্যক্তির একক অনুদান দ্বারা পরিচালিত হয় না। সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যই প্রতি মাসে নূন্যতম ১০/-দশ টাকা অত্র সংগঠনে দান করেন। সদস্যদের প্রদত্ত অনুদান ও বিভিন্ন ব্যক্তির অনুদান এবং সাংগঠনিক নিজস্ব আয় অর্থ দ্বারাই সংগঠনের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান কোন ঋণ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে না । ১ ডিসেম্বর হতে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় কে সাংগঠনিক অর্থ বছর হিসাব করে প্রতিবছর একটি বাজেট প্রণয়ন করে তা সাধারণ সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়ে থাকে। বাজেটে প্রত্যক উপ-কমিটি, সহযোগী সংগঠন, শাখা ইউনিটের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা থাকে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারাই উপ-কমিটি, সহযোগী সংগঠন, শাখা ইউনিটগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর্থিক খরচের বিষয়ে কার্যপরিষদ কোন নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। অর্থ খরচের সকল ক্ষমতা উপ-কমিটি, সহযোগী সংগঠন, শাখা ইউনিট তাদের স্ব স্ব বিধিমালা অনুসারে ন্যাস্ত এবং প্রতি মাসে সাংগ-ঠনিক আয়-ব্যয়ের তথ্য সাধারণ সদস্যদের নিকট প্রেরণ করার পাশাপাশি আর্থিক

বছর শেষে সকল পূর্ণাঙ্গ আয়-ব্যয় তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরাই একমাত্র সংগঠন যাদের সকল বিষয়ের সকল তথ্য সর্বদা সদস্য ব্যতীত সাধারণের মাঝে প্রদানের সকল ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি সাংগঠনিক সকল আয়-ব্যয়ের তথ্যও জনসাধারনের সামনে প্রতি বছর প্রকাশ করা হয় শুধুমাত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য। অথচ আর্থিক আয়-ব্যয়ের সাথে জনসাধারণের কোনরূপ সম্পর্ক নেই, কারণ আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অন্য কারো মুখাপেক্ষী আমরা কখনোই ছিলাম না ।

সদস্যপদ প্রদান পদ্ধতিঃ

আলোর প্রদীপ সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ গঠনতন্ত্রের বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আলোর প্রদীপ সংগঠনে দুই ধরনের সদস্যপদ প্রদান পদ্ধতি চালু আছে। সাধারণ সদস্য ও দাতা সদস্য।

(ক) সাধারণ সদস্যঃ

"আলোর প্রদীপ গঠনতন্ত্র" এর তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ-১ ও অনুচ্ছেদ-২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত:

(ক) সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যপদ ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। একমাত্র দাতা সদস্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিধিই কার্যকরি হবে না এবং তারা কার্যপরিষদ কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সাধারণ সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তের নিমিত্তে যে বিষয়াবলি বা সূচক সদস্য পদ গ্রহণের যোগ্যতা হিসেবে নিরূপিত হবে-

১। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা।

২। জন্মসনদ বা নাগরিকত্ব সনদ অনুযায়ী আঠারো বছর বয়স।

৩। সৎ, কর্মঠ, নীতিবান, চরিত্রবান।

৪। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত বা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নাই।

৫। ত্যাগী মনোভাবের অধিকারি ও স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানে আগ্রহী।

৬। প্রতি মাসে নূন্যতম দশ টাকা প্রদানে সক্ষম বা কার্যপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যে অংশগ্রহণে সক্ষম।

৭। কোন ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত নয় এমন।

৮। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী পাগল বা প্রচলিত মানবিক মূল্যবোধে অক্ষম নয় এমন।

(খ) সদস্য পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ (১) এর (ক) নং দফায় উল্লেখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সাধারণ সদস্যপদ প্রদান করা যাবে-

১। সদস্য পদ গ্রহনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরমে উল্লেখিত তথ্য প্রদান ও উক্ত আবেদনপত্রে সাংগঠনিক অন্য কোন সদস্য দ্বারা সুপারিশ প্রাপ্ত।

২। আবেদনপত্র জমা প্রদানের সময় অগ্রীম সদস্য ফি ফরম মূল্য, মাসিক দানের অর্থ অন্তত এক মাসের অগ্রীম নির্ধারিত রশিদ বইয়ের মাধ্যমে জমা প্রদান। পরবর্তী পর্যালোচনায় যদি আবেদনপত্রটি অবিবেচ্য বলে প্রতিয়মান হয় তবে ফরম মূল্য কর্তনপূর্বক অন্যান্য ফি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হবে।

৩। প্রাথমিক আবেদন পত্র বিবেচিত হলে আবেদনকারীকে সদস্য ফরম পূরণ ও অঙ্গীকার নামা স্বীকার, অগ্রীম সমস্ত ফি পরিশোধ পূর্বক সদস্য ফরম জমা প্রদান করতে হবে।

সদস্যপদ প্রত্যাহার:

(ক) সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত হতে ইচ্ছা পোষণ করলে সু-নির্দিষ্ট কারন উল্লেখপূর্বক, পুর্ববর্তী বকেয়া পরিশোধ করে সাংগঠনিক চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

(খ) সদস্য কর্তৃক সদস্য পদ প্রত্যাহারের আবেদনপত্রটি সংগঠন যাচাই ও বিবেচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

দাতা সদস্য:

সংগঠনের সাথে যেসব গুনী ব্যক্তিত্ব পরোক্ষভাবে কাজ করতে ও সংগঠনের সকল কার্যক্রমে অংশ নিতে চান তারা সংগঠনের দাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন। দাতা সদস্য প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যপরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচ্য হয়। সমাজের কেউ সংগঠনকে সহায়তা করতে চাইলে তাদের দাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েই কেবল সহায়তার সুযোগ প্রাপ্ত হবেন। তবে দাতা সদস্যরা সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের মতো সংগঠনের কোন অধিকার ভোগ করতে পারেন না। সর্বনিম্ন ৫০০/-টাকা এককালীন প্রদানের মাধ্যমে যে কেউ সংগঠনের দাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন।

সদস্যদের বার্ষিক প্রতিবেদন:

সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, আনুগত্য প্রকাশ ও সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মোট ৩০টি সূচকের ভিত্তিতে প্রতিবছর অক্টোবরের শুরুতেই সকল সদস্যদের সংখ্যা ভিত্তিক একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রতিবছর সদস্যদের সম্মাননা স্মারক ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হচ্ছে । এ পর্যন্ত মোট ৯ জন সদস্যকে

সংগঠনের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য সম্মাননা স্মারক ও ২৫ জন সদস্যকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়েছে।

সংগঠনের পরিচালিত বর্তমান কার্যক্রম:

১। বাহার উদ্দিন দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প (প্রাথমিক সমাপনী পর্যন্ত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খরচ বহন করা সহ তাদের সার্বিক তদারকি করা)।

২। বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

৩। জামিল আখতার বীনু দরিদ্র শিক্ষার্থী পুষ্টি প্রকল্প (প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন পুষ্টিকর খাবার প্রদান)

৪। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের এককালীন শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান।

৫। আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প (মেধাবী শিক্ষার্থীদের বাছাইয়ের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান)।

৬। আলোর প্রদীপ মজার ইস্কুল পরিচালনা (প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাসে একটি করে সাধারন জ্ঞান ভিত্তিক ভিন্নধর্মী পাঠদান কার্যক্রম)।

৭। মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাস্তব ভিত্তিক প্রচার-প্রচরণা ও ক্যাম্পেইন কার্যক্রম পরিচালনা।

৮। বাল্য বিয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ।

৯। অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে চিকিৎসা গ্রহণে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১০। বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন।

১১। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কার্যক্রম পরিচালনা (ফটোগ্রাফি, কবিতা, চিত্রাঙ্কন, কারুশিল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন ও তাদের সম্মানী পুরষ্কার প্রদান)।

১২। আলোর দূত নামক ত্রিমাসিক অনলাইন মূখপত্র প্রকাশ।

১৩। প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান।

১৪। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

১৫। একটি আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গঠনে নানামূখী জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

১৬। সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

১৭। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামূখী বিষয়ে অবদান রাখা ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান।

আমাদের প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রমঃ

চলমান কর্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি-

১। বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা।

২। স্কুল কলেজ ও এলাকা ভিত্তিক পর্যায়ে কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দলের টিম গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

উপদেষ্টা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুল রাজ্জাক
সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি কুমুদিনী মহিলা কলেজ, টাঙ্গাইল।

উপদেষ্টা

মোঃ আহসান হাবিব
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

মোঃ মোখলেছুর রহমান
পরিচালক, শিখা কোচিং সেন্টার, সোনাতলা, বগুড়া।

মোঃ রওশন আলী
প্রধান শিক্ষক, আমলীতলা মডেল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়।

মোঃ সলিম উদ্দিন
সহকারি শিক্ষক, আমলীতলা মডেল সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয়।

মোঃ আব্দুল ওহাব
প্রভাষক, বয়ড়া কারিগরি এন্ড বিএম কলেজ, বগুড়া।

মোঃ আখতারুজ্জামান সোহেল
প্রধান শিক্ষক, সোনাতলা প্রি-ক্যাডেট স্কুল।

মোঃ আব্দুল হামিদ
সুপার, পাকুল্লাহ রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা।

এটিএম রফিকুল ইসলাম
পেশ ঈমাম, সোনাতলা কেন্দ্রীয় আহলে হাদিস জামে মসজিদ।

মোঃ রুহুল আমীন রাজু
পৌর কর্মকর্তা, সোনাতলা পৌরসভা।

মোঃ আব্দুল হান্নান
পরিচালক, সোনাতলা প্রি-ক্যাডেট স্কুল।

মোঃ আতিকুর রহমান
সাবেক উপ-চেয়ারম্যান, আলোর প্রদীপ।

৫ম কার্যপরিষদ সদস্য তালিকা

এম এম মেহেরুল
চেয়ারম্যান

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
উপ-চেয়ারম্যান
শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

মোঃ মোকছেদুল ইসলাম
উপ-চেয়ারম্যান
সাহিত্য ও গ্রন্থাগার বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

মোঃ বাবলা হোসেন
উপ-চেয়ারম্যান
কোষাধ্যক্ষ (অতিরিক্ত)

মোঃ আজাদ হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

এস এম আহসান কবির
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

মোঃ ছাবিদুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক
বহিঃআন্ত যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

এস এম সামিউল ইসলাম
প্রচার তথ্য ও গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

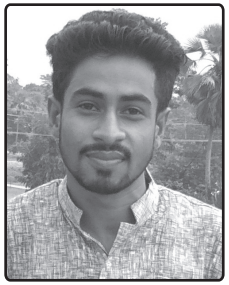

মোঃ ইমরান হোসেন সজীব
দপ্তর সম্পাদক
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক (অতিরিক্ত)

মোছাঃ রেশমা খাতুন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক

মোঃ মেহেদী হাসান
হিসাবরক্ষক (কার্যপরিষদ কর্তৃক মনোনীত)

সাধারণ সদস্য তালিকা

০১. মোঃ আব্দুল রাজ্জাক
(স্নাতকোত্তর)
সাভার, ঢাকা।

০২. মোঃ আহসান হাবিব
(স্নাতকোত্তর)
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

০৩. মোঃ মোখলেছুর রহমান
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৪. মোঃ রওশন আলী
(স্নাতকোত্তর)
বালুয়াহাট, সোনাতলা, বগুড়া

০৫. মোঃ সলিম উদ্দিন
(স্নাতকোত্তর)
কলেজ রোড, সোনাতলা, বগুড়া।

০৬. মোঃ আব্দুল ওহাব
(স্নাতকোত্তর)
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

০৭. মোঃ আখতারুজ্জামান সোহেল
(স্নাতকোত্তর)
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

০৮. মোঃ আব্দুল হামিদ
(কামিল ডাবল টাইটেল)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

০৯. এটিএম রফিকুল ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১০. এম এম মেহেরুল
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১১. মোঃ আশরাফুল ইসলাম
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১২. মোঃ বাবলা হোসেন
(স্নাতক)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৩. মোঃ আজাদ হোসেন
(স্নাতক)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৪. এস এম আহসান কবির
(ডিপ্লোমা)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৫. মোঃ ইন্নাতুন মসনবী
(ডিপ্লোমা)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৬. মোঃ শাহাব উদ্দিন আহম্মেদ
(ডিপ্লোমা)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৭. এস এম সামিউল ইসলাম
(বি.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৮. মোঃ মেহেদী হাসান রিপন
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৯. মোঃ মোখছেদুল ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২০. মোঃ মেহেদী হাসান বাপ্পি
(বি.এস.সি)
নাংলুর হাট, গাবতলী, বগুড়া।

২১. মোঃ রবিউল আউয়াল
(এস.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২২. মোঃ আপেল মাহমুদ
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৩. মোঃ সানাউল হক
(বি এড)
কর্পূর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৪. কাজী হাফিজ আল আনাম
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৫. মোঃ শিহাব হোসেন
(এইচ.এস.সি)
নামাজখালী, সোনাতলা, বগুড়া।

২৬. মোঃ মতিয়ার রহমান
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৭. মোঃ সুলতান আকন্দ
(দশম)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৮. মোঃ পামুন কাজী
(অষ্টম)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২৯. মোঃ আব্দুর রহিম
(স্নাতকোত্তর)
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

৩০. শ্রী উত্তম কুমার শীল
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩১. মোঃ শাহাদত হোসেন
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩২. মোঃ আতিকুর রহমান
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩৩. মোছাঃ আরেফা আক্তার
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩৪. মোছাঃ আকলিমা আক্তার
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩৫. মোছাঃ মনি আক্তার
{স্নাতক (পাশ)}
সোনাতলা, বগুড়া।

৩৬. মোঃ কাফিউল ইসলাম
(স্নাতকোত্তর)
গাবতলি বগুড়া।

৩৭. মোঃ ইব্রাহীম খলিল
(স্নাতকোত্তর)
পীরগাছা, রংপুর।

৩৮. মোঃ আব্দুল মমিন
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৩৯. মোঃ ফজলে রাব্বি
এইচ.এস.সি
বাইগুনি, সোনাতলা, বগুড়া।

৪০. মোঃ শাহ আলম
অষ্টম
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৪১. মোঃ মনিরুল ইসলাম
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া

৪২. মোঃ তরিকুল ইসলাম
অষ্টম
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া

৪৩. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
(স্নাতকোত্তর)
সিংড়া, নাটোর

৪৪. মোঃ সজিব ইসলাম
(এস.এস.সি)
গাবতলি,বগুড়া

৪৫. মোঃ জাহিদ ইসলাম
(অষ্টম)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া

৪৬. মোঃ রুহুল আমীন রাজু
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৪৭. মোঃ আতিকুল ইসলাম
(অষ্টম)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া

৪৮. মোছাঃ ফারজানা আক্তার
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৪৯. মোঃ আবু হানিফ
(এইচ.এস.সি)
বাইগুনি, সোনাতলা, বগুড়া।

৫০. মোঃ জাকিরুল ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
সোনাতলা, বগুড়া।

৫১. মোঃ এনামুল হক সরকার
(এস.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৫২. মোছাঃ রেশমা খাতুন
{স্নাতক (পাশ)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৩. মোঃ ছাবিদুর রহমান
(স্নাতকোত্তর)
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৪. মোঃ আব্দুল হান্নান
(স্নাতকোত্তর)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৫. মোঃ আব্দুল আলীম
(ডিপ্লোমা)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৬. মোঃ সাজেদুর রহমান শুভ
(এস.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৭. মোঃ সোহেল আহম্মেদ খান
(স্নাতকোত্তর)
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

৫৮. মোঃ শাহ্ শওকত কবির
{(স্নাতক (পাশ)}
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা,বগুড়া

৫৯. মোঃ শাহ জালাল
(এস.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬০. মোঃ বোরহান উদ্দিন
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬১. মোঃ শিহাব তকিন
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬২. মোঃ মোস্তফা কামাল
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৩. মোঃ শাকিল হাসান
{স্নাতক (পাশ)}
তেকানি চুকাইনগর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৪. মোঃ সৈকত হাসান
(স্নাতক)

সুজাইতপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৫. এ এস এম মাহমুদুল ইসলাম
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৬. মোঃ শামিম ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৭. মোঃ খায়রুল ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৮. মোঃ রকিবুল হাসান রোকন
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৬৯. মোঃ মেহেদী হাসান
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কামালেরপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

৭০. মোঃ সোহানুর রহমান
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
নীলকণ্ঠপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৭১. মোঃ খায়রুল ইসলাম
(এইচ.এস.সি)
বাইগুনি, সোনাতলা, বগুড়া।

৭২. মোঃ দেলওয়ার হোসেন
(স্নাতকোত্তর)
সোনাতলা, বগুড়া।

৭৩. মোঃ ইমরান হোসেন
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
সোনাতলা, বগুড়া ।

৭৪. মোঃ মেহেদী হাসান
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৭৫. মোছাঃ তাসলিমা বেগম
(স্নাতকোত্তর)
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৭৬. মোঃ রাকিবুল হাসান রুশাদ
(এইচ.এস.সি)
রংপুর

৭৭. মোঃ লেমন মিয়া
(এইচ.এস.সি)
বাইগুনী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৭৮. মোঃ রাজিবুর রহমান
(স্নাতকোত্তর)
নীলকণ্ঠপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

৭৯. মোঃ আহসান কবির
এস.এস.সি
বালুরপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

৮০. মোঃ প্রান্ত
{স্নাতক (অধ্যয়নরত)}
বালুরপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

৮১. শ্রী কাজল চন্দ্র
(এইচ.এস.সি)
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

৮২. শ্রী সাধন দাস
(অষ্টম)
সুজাইতপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

উপ-কমিটি তালিকা

তথ্য ও প্রকাশনা উপ-কমিটি:

০১. প্রচার, তথ্য ও গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক
সভাপতি
০২. সাহিত্য, গ্রন্থাগার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক
সহ-সভাপতি
০৩. মোঃ মেহেদী হাসান (কামালের পাড়া)
তথ্য সচিব
০৪. মোঃ রবিউল আউওয়াল অপু
সদস্য
০৫. মোঃ শামীম ইসলাম
সদস্য
০৬. মোঃ খায়রুল ইসলাম (কাবিলপুর)
সদস্য

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি:

০১. মোঃ শাহ-শওকত কবির
উপদেষ্টা
০২. কাজী হাফিজ আল আনাম
সভাপতি
০৩. মোঃ সোহানুর রহমান
সহ-সভাপতি
০৪. এ এস এম মাহমুদুল ইসলাম
সদস্য
০৫. মোঃ শামীম ইসলাম
সদস্য
০৬. মোঃ খায়রুল ইসলাম
সদস্য

শিক্ষা সহায়তা উপ-কমিটি:

০১. মোঃ মেহেদী হাসান রিপন
উপদেষ্টা
০২. মোঃ মোখছেদুল ইসলাম
উপদেষ্টা
০৩. মোঃ রকিবুল হাসান রোকন
সভাপতি
০৪. মোঃ জাহিদ ইসলাম
সহ-সভাপতি
০৫. মোঃ সুলতান আকন্দ
হিসাবরক্ষক
০৬. মোঃ রাকিবুল হাসান রুশাদ
তথ্য সচিব
০৭. মোছাঃ রেশমা খাতুন
সদস্য
০৮. মোছাঃ মনি আক্তার
সদস্য
০৯. মোঃ শিহাব তকিন
সদস্য
১০. মোঃ মেহেদী হাসান (কামালের পাড়া)
সদস্য

সাংগঠনিক উপ-কমিটি

০১. মোঃ মেহেদী হাসান (কাবিলপুর)
সভাপতি
০২. মোঃ রাকিবুল হাসান রুশাদ
সহ-সভাপতি
০৩. মোঃ শাহ-জালাল
সদস্য
০৪. মোঃ খায়রুল ইসলাম
সদস্য
০৫. মোঃ লেমন মিয়া
সদস্য

মানবিক সহায়তা উপ-কমিটি:

০১. চেয়ারম্যান
প্রধান উপদেষ্টা

০২. মোঃ বাবলা হোসেন
উপদেষ্টা

০৩. মোঃ ছাবিদুর রহমান
সভাপতি

০৪. ইমরান হোসেন সজীব
সহ-সভাপতি

০৫. মোঃ লেমন মিয়া
তথ্য সচিব

০৬. মোঃ শিহাব হোসেন
সদস্য

০৭. মোছাঃ আরেফা আক্তার
সদস্য

পরিকল্পনা কাউন্সিল:

০১. মোঃ মেহেদী হাসান রিপন
কাউন্সিল প্রধান
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: সাধারণ সম্পাদক ও উপ-চেয়ারম্যান

০২ পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক, সদস্য সচিব
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: বর্তমান কার্যপরিষদ সদস্য

০৩. মোঃ ইন্নাতুন মসনবী
সদস্য যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: সাংগঠনিক সম্পাদক ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক

০৪. মোঃ শাহাব উদ্দিন আহম্মেদ
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: প্রচার সম্পাদক, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক

০৫. মোঃ মেহেদী হাসান বাপ্পী
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: কার্যকরি সদস্য

০৬. কাজী হাফিজ আল আনাম
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: কার্যকরি সদস্য

০৭. মোছাঃ আরেফা আক্তার
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: কার্যকরি সদস্য

০৮. মোঃ আতিকুল ইসলাম
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক

০৯. মোঃ বোরহান উদ্দিন হাসিব
সদস্য
সাবেক কার্যপরিষদে দায়িত্ব: সহ-সভাপতি কিশোর দল, যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক

কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল কার্যনির্বাহী কমিটি:

০১. মোঃ রাকিবুল হাসান রুশাদ
আহ্বায়ক

০২. মোঃ লেমন মিয়া
যুগ্ম-আহ্বায়ক

০৩. মোছাঃ মালিহা নূরে জান্নাত
হিসাবরক্ষক

জয়িতা ইউনিট:

০১. মোছাঃ মনি আখতার
আহ্বায়ক

০২. মোছাঃ আরেফা আক্তার
যুগ্ম-আহ্বায়ক

০৩. মোছাঃ রেশমা খাতুন
যুগ্ম-আহ্বায়ক

০৪. মোছাঃ আকলিমা বেগম
সদস্য

০৫. মোছাঃ তাসলিমা বেগম
সদস্য

০৬. মোছাঃ মালিহা নূরে জান্নাত
সদস্য

কিশোর স্বেচ্ছাসেবী দল

০১. মোঃ রাকিব ইসলাম
চকনন্দন, সোনাতলা, বগুড়া।

০২. বিপ্লব হোসেন
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

০৩. মূসা ইসলাম
আগুনিয়াতাইড়, সোনাতলা, বগুড়া।

০৪. রাকিবুল হাসান
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

০৫. মোছাঃ মিম খাতুন
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

০৬. মোঃ শরিফুল ইসলাম
কানুপুর, সোনাতলা, বগুড়া

০৭. মোছাঃ মালিহা নূরে জান্নাত
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

০৮. মার্জিহা আক্তার
চমরগাছা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৯. নূরনবী
বালুরপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

১০. মোছাঃ রিফা খাতুন
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১১. শাকিলা আফরোজ
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১২. মোঃ রিফাত হোসেন
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৩. মোঃ ছাব্বির হোসেন
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৪. মোঃ আল-আমিন
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৫. মোঃ সজিব মিয়া
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৬. রুবাবা খাতুন
গড়ফতেহপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৭. আবুল কালাম
সুজাইতপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

১৮. আরিফুল ইসলাম
বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

১৯. আরিফুল হক
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

২০. লেমন মিয়া
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

২১. আল আমিন ইসলাম
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

পীরগাছা উপজেলা শাখা কমিটি

০১. মোঃ আবু-বক্কর সিদ্দিক
আহ্বায়ক

০২. মোঃ জিহাদ ইসলাম
যুগ্ম-আহ্বায়ক

০৩. মোঃ নাজমুল ইসলাম
যুগ্ম-আহ্বায়ক

পীরগাছা উপজেলা শাখা সদস্য তালিকা

০১. মোছাঃ নুসরাত জাহান
বড়পান মিয়া, পীরগাছা, রংপুর।

০২. বাধন ইসলাম
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

০৩. এস এম সামিউল
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

০৪. নাজমুল হক
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

০৫. মোঃ মাসুদ মিয়া
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

০৬. মোঃ সুমন ইসলাম
অনন্তরাম, পীরগাছা, রংপুর

০৭. রুমানা আক্তার
অনন্তরাম, পীরগাছা, রংপুর।

০৮. আবু-বক্কর সিদ্দিক
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

০৯. ইয়াসমিন আরাফাত
অনন্তরাম, পীরগাছা, রংপুর।

১০. নিশাত পারভীন
অনন্তরাম, পীরগাছা, রংপুর।

১১. রাশেদ মিয়া
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

১২. শাহানা আক্তার
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

১৩. সোহেল রানা
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

১৪. মোঃ জিহাদ ইসলাম
দশগাও, পীরগাছা, রংপুর।

সবুজসাথী উচ্চ বিদ্যালয় ইউনিট

০১. মোছাঃ সুমাইয়া আক্তার
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

০২. শ্রী সাধন রবিদাস
রানীরপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

০৩. মোছাঃ ইনুফা আক্তার
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

০৪. আফরুজা খাতুন
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

০৫. মাহফুজা খাতুন
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

০৬. মিনু আখতার
উজিরেরপাড়া বাইগুনী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

দাতা সদস্য তালিকা

০১. মাওলানা ফজলুল করিম
সাবেক অধ্যক্ষ, সোনাতলা ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা।

০২. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম নান্নু
মেয়র, সোনাতলা পৌরসভা।

০৩. মোঃ আবুল কালাম মুন্না
কর্মকর্তা, প্যাড্রোলা বাংলাদেশ।

০৪. মোঃ আব্দুলাহ আল মাসুদ
প্রধান শিক্ষক, হরিখালি উচ্চ বিদ্যালয়।

০৫. ড. এ কে এম আজাদুর রহমান উজ্জ্বল
কবি ও বিজ্ঞানী

০৬. মোঃ আহম্মাদ আলী সরদার
অব: কর্মকর্তা, বাংলাদেশ বডার গার্ড

০৭. জামিল আখতার বীনু
লেখক ও সম্পাদক কতকথা

০৯. মোঃ রাশেদুজ্জামান রন
সমন্বয়ক, যুদ্ধ দলিল

১০. মোঃ আবু হোসেন নিবির
কাবিলপুর, সোনাতলা, বগুড়া

আলোর প্রদীপ সম্মাননা স্মারক প্রাপ্ত সদস্য তালিকা

০১. মোঃ আজাদ হোসেন
পায়েল স্মৃতি পদক - ২০০৯

০২. মোঃ মোকছেদুল ইসলাম
সম্মাননা স্মারক - ২০১০, ২০১২, ২০১৩

০৩. মোঃ শাহাবউদ্দিন আহম্মেদ
সম্মাননা স্মারক - ২০১১

০৪. এস এম আহসান কবির
সম্মাননা স্মারক - ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭

০৫. মোঃ বাবলা হোসেন
সম্মাননা স্মারক - ২০১৫

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তালিকা

০১. মোঃ মহসীন আলী
পিতা: মোঃ খোকা সরকার
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০২. মোঃ মামুনুর রশীদ
পিতা: মোঃ মোখলেছার রহমান
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৩. মোঃ মেহেদী হাসান রিপন
পিতা: মোঃ জাকির হোসেন
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৪. এম এম মেহেরুল
পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৫. মোঃ স্বপন মিয়া
পিতা: মোঃ তজমল হোসেন মোল্লা
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৬. এস এম আহসান কবির
পিতা: মোঃ আহম্মাদ আলী সরদার
কাবিলপুর সোনাতলা, বগুড়া।

০৭. মোঃ আব্দুল রাজ্জাক
মৃত আব্দুল হক
ধামরাই, ঢাকা

০৮. মোঃ আতিকুর রহমান
মৃত লুতফর রহমান
গবারপাড়া, সোনাতলা, বগুড়া।

সংগঠন হতে সম্মাননা প্রাপ্ত গুণীজন

০১. জামিল আখতার বীনু (আজীবন সম্মাননা)
বিষয়: সমাজসেবা ও শিল্প, সাহিত্য - ২০১৮

০২. ড. এ কে এম আজাদুর রহমান উজ্জল (গুনীন সম্মাননা)
বিষয়: গবেষণা, সাহিত্য - ২০১৭

০৩. মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ (আলোর প্রদীপ সম্মাননা)
বিষয়: শিক্ষা - ২০১৮

০৪. ইকবাল কবির লেমন (আলোর প্রদীপ সম্মাননা)
বিষয়: লোক গবেষণা - ২০১৮

সাবেক কার্যপরিষদ সদস্য

০১. মোঃ মহসীন আলী
উপ চেয়ারম্যান (১ম কার্যপরিষদ)

০২. মোঃ মামুনুর রশীদ
উপ চেয়ারম্যান (৩য় কার্যপরিষদ)

০৩. মোঃ শাহাদত হোসেন
উপ চেয়ারম্যান (২য় কার্যপরিষদ)

০৪. মোঃ আতিকুর রহমান
কার্যকরি সদস্য, উপ চেয়ারম্যান (২য়, ৩য়, ৪র্থ কার্যপরিষদ)

০৫. মোঃ মেহেদী হাসান রিপন
সাধারণ সম্পাদক, উপ চেয়ারম্যান (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ কার্যপরিষদ)

০৬. মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (২য় কার্যপরিষদ)

০৭. মোঃ মনিরুল ইসলাম
যুগ্মপ্রচার সম্পাদক (২য় কার্যপরিষদ)

০৮. মোঃ মেহেদী হাসান বাপ্পি
কার্যকরি সদস্য (২য় কার্যপরিষদ)

০৯. মোঃ শিহাব হোসেন
কার্যকরী সদস্য (২য় কার্যপরিষদ)

১০. মোছাঃ আকলিমা আক্তার
কার্যকরি সদস্য (২য় কার্যপরিষদ)

১১. মোঃ বোরহান উদ্দিন হাসিব
যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক (৪র্থ কার্যপরিষদ)

১২. কাজী হাফিজ আল আনাম পাভেল
কার্যকরি সদস্য (৪র্থ কার্যপরিষদ)

১৩. মোছাঃ আরেফা আক্তার
কার্যকরি সদস্য (৩য় কার্যপরিষদ)

১৪. মোঃ আবু হানিফ
যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক (৩য় কার্যপরিষদ)

১৫. মোঃ আতিকুল ইসলাম আবুল
যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক (৩য় কার্যপরিষদ)

১৬. মোঃ ইন্নাতুন মসনবি রাব্বি
যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক (৩য়.৪র্থ,৫ম কার্যপরিষদ)

১৭. মোঃ শাহাবউদ্দিন আহম্মেদ
প্রচার সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কার্যপরিষদ)

১৮. মোঃ রকিবুল হাসান রোকন
শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক (৫ম কার্যপরিষদ)

১৯. মোঃ মোস্তফা কামাল
কোষাধ্যক্ষ (৫ম কার্যপরিষর্দ)

কর্ম এলাকা:

আলোর প্রদীপ বগুড়া ও রংপুর জেলার যেসব উপজেলায় শিক্ষা সহায়তা ও পুষ্টি প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা নিম্নরুপ-

জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : সোনাতলা সদর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : রংরারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: রানীরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: দঃ রানীরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
: আড়িয়াচকনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : সোনাতলা পৌড়সভা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : আমলীতলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: চরমধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
জেলা : রংপুর
উপজেলা : পীরগাছা
ইউনিয়ন/গ্রাম : দশগাও
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : দশগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়ন:

জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : সোনাতলা সদর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : রংরারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: রানীরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: দঃ রানীরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
: আড়িয়াচকনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: কামালের পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : সোনাতলা পৌরসভা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : আমলীতলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: ক্যামব্রিজ কেজি স্কুল
: সোনাতলা প্রি-ক্যাডেট স্কুল
: সবুজসাথী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: সোনাতলা ফাজিল মাদ্রাসা
: জাহাঙ্গীর আলম গুডমর্নিং কেজি স্কুল
: আদর্শ শিশু নিকেতন
: জিনিয়াস কেজি স্কুল
: পিটি আই পরীক্ষণ বিদ্যালয়
: চমরগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: আগুনিয়াতাইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: টি এম মেমোরিয়াল একাডেমী
জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : মধুপুর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : হরিখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: চরমধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : জোড়গাছা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : এনায়েত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
: গ্রামীণ কেজি স্কুল

জেলা : বগুড়া
উপজেলা : বগুড়া সদর
ইউনিয়ন/গ্রাম : বগুড়া পৌরসভা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : বগুড়া জিলা স্কুল

জেলা : বগুড়া
উপজেলা : সোনাতলা
ইউনিয়ন/গ্রাম : বালুয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : বালুয়াহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

প্রকল্প: "বাহার উদ্দিন দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প"

ক্রমিক	প্রকল্প	শিক্ষার্থী		মোট শিক্ষার্থী	সুবিধাপ্রাপ্ত সময়
		ছেলে	মেয়ে		
০১	০১	০২ জন	০১ জন	০৩ জন	৫ বছর
০২	০২	০৪ জন	০৩ জন	০৭ জন	৪ বছর
০৩	০৩	০৮ জন	০৭ জন	১৫ জন	৫ বছর
০৪	০৪	০৬ জন	০৪ জন	১০ জন	৩ বছর
০৫	০৫	০৬ জন	০৮ জন	১৪ জন	৫ বছর
০৬	০৬	০৭ জন	০৭ জন	১৪ জন	৫ বছর
০৭	০৭	০৪ জন	০৬ জন	১০ জন	চলমান
মোট প্রকল্প ০৭ টি		৩৭ জন	৩৬ জন	৭৩ জন	

প্রকল্প: "আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প"

ক্রমিক	প্রকল্প সাল	শিক্ষার্থী		বৃত্তিপ্রাপ্ত মোট শিক্ষার্থী
		ছেলে	মেয়ে	
০১	২০০৯	০৩	০২	০৫ জন
০২	২০১১	০৬	০৮	১৪ জন
০৩	২০১৩	১৬	২২	৩৮ জন
০৪	২০১৪	২২	৩৫	৫৭ জন
০৫	২০১৫	৩৩	২৪	৫৭ জন
০৬	২০১৬	২৯	৪১	৭০ জন
০৭	২০১৭	৩২	৪৪	৭৬ জন
মোট সংখ্যা -০৭ টি		১৪১ জন	১৭৬ জন	৩১৭ জন

প্রকল্প: "বাহার উদ্দিন দরিদ্র শিক্ষার্থী শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প"

ক্রমিক	এককালীন শিক্ষা উপকরণ প্রদান	শিক্ষার্থী		উপকরণ প্রাপ্ত মোট শিক্ষার্থী
		ছেলে	মেয়ে	
০১	২০০৮ সাল	১২	১৬	২৮ জন
০২	২০০৯ সাল	৩১	৩০	৬১ জন
০৩	২০১০ সাল	২২	৫৪	৭৬ জন
০৪	২০১১ সাল	৩৪	৪৬	৮০ জন
০৫	২০১২ সাল	১৫৮	১২৪	২৮২ জন
০৬	২০১৩ সাল	১৩২	১৫৬	২৮৮ জন
০৭	২০১৪ সাল	২০৪	১৫৩	৩৫৭ জন
০৮	২০১৫ সাল	১৬৭	২৬৮	৪৩৫ জন
০৯	২০১৬ সাল	২৩৭	১১৭	৩৫৪ জন
১০	২০১৭ সাল	১০৪	৭৮	১৮২ জন
১১	২০১৮ সাল	২০৯	১২২	৩৩১ জন
মোট কর্মসংখ্যা- ১১টি		১৩১০ জন	১১৬৪ জন	২৪৭৪ জন

প্রকল্প: "জামিল আখতার বীনু দরিদ্র শিক্ষার্থী পুষ্টি প্রকল্প"

ক্রম	ধরণ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী		সর্বমোট শিক্ষার্থী
			ছেলে	মেয়ে	
০১	নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার হিসেবে একটি করে ডিম ও ফল খাওয়ানো হয়	আমলীতলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	০০	০২	০৫ জন
		আড়িয়াচকনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০২	০০	
		বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০০	০১	
০২	অনিয়মিত পুষ্টিকর খাবার হিসেবে একটি করে ডিম, ফল, বিস্কুট, হরলিক্স খাওয়ানো হয়	আমলীতলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	প্রতিমাসে একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		৩৫০ জন
		বিশ্বনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			৪৫ জন
		আড়িয়াচকনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			৮৮ জন
		চরমধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			৫৬ জন
		রংরারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			১১০ জন
		রানীরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			১৮০ জন
	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			২২০ জন
০৩		১০ টি			১০৫৪ জন
তবে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুক্ত হবে					

প্রকল্প: "জামিল আখতার বীনু দরিদ্র শিক্ষার্থী পুষ্টি প্রকল্প"

ক্রম	ধরণ	সংখ্যা		মোট সংখ্যা
		নারী	পুরুষ	
০১	বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ	০৫ জন	০০ জন	০৫ টি
০২	বাল্য বিয়ে সম্পর্কে সচেতন করা	১২৫৩ জন	২১৩ জন	১৪৬৬ জন
০৩	মাদক সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ	২০১২,২০১৪,২০১৬,২০১৭,২০১৮ সালে		৫ টি
০৪	মাদক বিক্রয় কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও পদক্ষেপ	সোনাতলা উপজেলায়		২৯ টি
০৫	মাদকের কুফলতা সম্পর্কে জনসেতনতার আওতায়	২২৩৮০ জন	৪৫৩৫৮ জন	৬৭৭৩৮ জন
০৬	জনসচেতনতা মূলক মঞ্চ নাটক মঞ্চায়ন	২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৫, ২০১৬ সালে		০৫ টি
০৭	সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকণ্ড পারিচালনা	বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে		১৬৮ টি
০৮	মজার ইস্কুল কার্যক্রম পরিচালনা	আমলীতলা মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়		০২ টি
		রানীরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়		
০৯	দুস্থদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান	১২৩ জন	৮৬ জন	২০৯ জন
১০	কন্যা দায়গ্রস্থ পরিবারকে সহায়তা	২৩ জন	১১ জন	৩৪ টি
১১	দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ	১৪৫৭ জন	২৭৯৮ জন	৪২৫৫ টি
১২	বন্যার্তদের সহায়তা প্রদান	৮৯৬ জন	১২৩৪ জন	২১৩০ জন
১৩	সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতন করা	৩৩৫৬১ জন	৪৬২৭৮ জন	৭৯৮৩৯ জন
১৪	জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা	শিক্ষা, মাদক, বাল্য বিয়ে, স্যানিটেশন সম্পর্কে		১২ টি
১৫	"ভাষা" নামক দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ	আমলীতলা মডেল সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ২০১২		০১ টি
১৬	"আলোর অগ্রদূত" নামক ম্যাগাজিন প্রকাশ	৭ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে		০১ টি
১৭	"আলোর দূত" নামক অনলাইন মুখপত্র	ত্রিমাসিক (শিল্প, সাহিত্য)		০১ টি
১৮	আলোর প্রদীপ চাকরি বার্তা	অনলাইন পেইজ		০১ টি
১৯	কারুশিল্প ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী দুই দিন ব্যাপী	সরকারি নাজির আখতার কলেজে		১০০ টি শিল্পকর্ম

সংগঠন পরিদর্শন করেছেন যারা:

০১. এ কে এম আহসানুল তৈয়ব জাকির
উপজেলা চেয়ারম্যান, সোনাতলা, বগুড়া।

০২. মোঃ জাকির হোসেন বেলাল
চেয়ারম্যান, সোনাতলা সদর ইউপি, সোনাতলা, বগুড়া।

০৩. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম আকন্দ (নান্নু)
মেয়র, সোনাতলা পৌরসভা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৪. মোঃ আহসান হাবিব
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৫. মোঃ জয়নাল আবেদীন
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৬. মোঃ নজরুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৭. মোঃ সারওয়ার জাহান
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৮. মোঃ সামিউল ইসলাম
উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

০৯. মাওলানা মোঃ ফজলুল করিম
অধ্যক্ষ, সোনাতলা ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা, সোনাতলা, বগুড়া।

১০. শাইখ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ, সরকারি নাজির আখতার কলেজ, সোনাতলা, বগুড়া।

১১. উত্তম কুমার মন্ডল
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

১২. মোঃ হাবিবুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

১৩. মোঃ আব্দুস সালাম
D.P.O বগুড়া।

১৪. আবুল কালাম আজাদ
A.D প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী বিভাগ।

১৫. মোঃ মোজাফফর আহম্মেদ
থানা তদন্ত কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

১৬. মোঃ সেলিম হোসেন
থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোনাতলা, বগুড়া।

১৭. মোছাঃ রাশেদা আক্তার রুবি
প্যানেল চেয়ারম্যান, সোনাতলা সদর ইউপি, সোনাতলা, বগুড়া।

১৮. মোঃ মোশারফ হোসেন মজনু
সভাপতি, সোনাতলা প্রেস ক্লাব, সোনাতলা, বগুড়া।

১৯. মোঃ জাহিনুর ইসলাম
সাংবাদিক, সোনাতলা, বগুড়া।

২০. মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব
সাংবাদিক, সোনাতলা, বগুড়া।

২১. মোঃ আনারুল ইসলাম লিটন
সাধারণ সম্পাদক, সোনাতলা প্রেস ক্লাব, সোনাতলা, বগুড়া।

২২. মোঃ শহিদুল হক শাহীন
সাংবাদিক, সোনাতলা, বগুড়া।

২৩. ইকবাল কবির লেমন
সম্পাদক, বগুড়া বার্তা ২৪ ডটকম।

২৪. মোঃ সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী চেয়ারম্যান, টিজিএস।

২৫. নিপুন আনোয়ার কাজল
পৌর কাউন্সিলর, সোনাতলা পৌরসভা।

২৬. মোঃ তাহেরুল ইসলাম তাহের
প্যানেল মেয়র, সোনাতলা পৌরসভা।

২৭. মোছাঃ ওয়াছিয়া আক্তার রুনা
সংরক্ষিত কাউন্সিলর, সোনাতলা পৌরসভা।

২৮. মোঃ হারুন-অর-রশিদ
পৌর কাউন্সিলর, সোনাতলা পৌরসভা।

২৯. মোঃ আতোয়ার রহমান
প্রধান শিক্ষক, মধুপুর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

৩০. মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন
প্রধান শিক্ষক, রানিরপাড়া সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

৩১. মোঃ ফজলে রাব্বি
প্রধান শিক্ষক, সবুজসাথী সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়।

৩২. প্রফেসর রফিকুল আলম
উপাধ্যক্ষ (অবঃ), সরকারি নাজির আখতার কলেজ।

৩৩. প্রফেসর অরুন বিকাশ গোস্বামী

অধ্যক্ষ (অবঃ), সরকারি নাজির আখতার কলেজ।

৩৪. ড.এ কে এম আজাদুর রহমান
পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নাটোর।

৩৫. জামিল আখতার বীনু
লেখক ও সম্পাদক, কতকথা, ঢাকা।

৩৬. মহসীন আলী তাহা
সাধারণ সম্পাদক, মুক্তাঙ্গণ।

৩৭. মোঃ উজ্জ্বল হোসেন খোকন
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, সোনাতলা সাংস্কৃতিক সংগঠন।

৩৮. মোঃ শাহাদত জামান শাহীন
সভাপতি, ভোর হলো, সোনাতলা, বগুড়া।

৩৯. শীমন আহম্মেদ বাদল
সাধারণ সম্পাদক, সোনাতলা থিয়েটার।

৪০. রাশেদুজ্জামান রন
সমন্বয়ক, যুদ্ধদলিল, বগুড়া।

৪১. মোঃ সানাউল ইসলাম রিজু
সাধারণ সম্পাদক, লালন সঙ্গীত একাডেমী।

৪২. মশিউর রহমান
ক্রীড়া সম্পাদক, কালের কণ্ঠ শুভ সংঘ, কেন্দ্রীয় কমিটি।

৪৩. মোঃ মনিরুজ্জামান
ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সোনাতলা, বগুড়া।

আলোর প্রদীপ সংগঠনের শুরু যেভাবে

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

কবি গুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথার সূত্র ধরে শুধু বলতে চাই যে প্রাণ অন্যর জন্য ব্যয়িত, সে প্রাণের স্থায়ীত্ব চিরসমুজ্জ্বল, চিরভাস্বর। লেখার শুরুতেই পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি আমার প্রিয় শিক্ষক ও "আলোর প্রদীপ" সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মরহুম বাহার উদ্দিন ও একরামুল হক সাজু কে। আরো স্মরণ করি সংগঠনের অন্যতম সদস্য কৃতি ফুটবল খেলোয়ার সোহেল রানা কে। তারা আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাদের নীতি, আদর্শ রেখে গেছেন আমাদের মাঝে। যা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

সংগঠনের শুরু থেকেই যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে আমার অবিচ্ছেদ্য একটি আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেহেতু নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেই এই সংগঠনের সূচনা লগ্নের কিছু কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যেভাবে মাথায় চিন্তাটি আসলো । তখনো সংগঠন কিভাবে করতে হয় বা কিভাবে চালাতে হয় সে সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিলো না। কারণ তখন সবে দ্বাদশ শ্রেণীতে অবস্থান আমার। একদিন বৃষ্টির দিনে বারান্দায় বসে দাদা আমি আর দাদি ও পাশের বাড়ির সম্পর্কে ভাবী বসে গল্প করছি। গল্পের এক পর্যায়ে ভাবীর ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার আলাপ তুললেন দাদা। তখন ভাবী বেশ আক্ষেপ নিয়েই বলছে যে, "কেমনে ইস্কুলত যাবি দাদা। ওর বাপ এনা গাইট কিনে দিবের পাচ্ছে না। গাইট নাই, পেরাইভেট নাই তাই পড়া পায় না। মাস্টাররা মারে । তাই ইস্কুলোত যাবার চায় না। "কথা গুলো আমার মগজে বেশ নাড়া দেয়। কারণ কথা সত্যিই । তার অভাবের সংসারে দুই ছেলে-মেয়েকে সারাদিন ভ্যান চালিয়ে পড়াশুনার খরচ চালানো বেশ কষ্টের। চিন্তার শুরু সেখান থেকেই বলতে গেলে ।

সম্পূর্ণ গ্রামীণ একটি পরিবেশে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনা সম্পূর্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাটা ছিলো বেশ কষ্টসাধ্য। কেননা এখানকার পরিবেশ ছিলো আমাদের প্রতিকূলে। একঝাক কিশোরের হাত ধরে যে, এই প্রতিষ্ঠান এতোটা গ্রসর হতে পারবে তা ছিলো চিন্তার বাইরে। মাত্র দুই টাকা থেকে আমাদের যাত্রা। তখন অনেকের কাছে সংগঠনের মূল চিন্তা বা কাজের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য গেলে কেউ বলতো সাপ্তাহিক দুই টাকা দিয়ে কি হবে? এটা সম্ভব না। এভাবে বেশ হোচট খেলাম। কিন্তু আশার হাল ছাড়লাম না। আমার সমবয়সী যারা আছে তাদের বুঝাতে লাগলাম এই বলে যে, তোমরা তো সিগারেট খাও। ধরো দিনে ৫টা সিগারেট খাও। আর সপ্তাহে ৩০টা। প্রতিটি সিগারেটের দাম ২টাকা হলে সপ্তাহে ৬০টাকা। আচ্ছা এই ৬০ টাকা থেকে যদি ২টাকা দিয়ে গ্রামের যেসব শিক্ষার্থী অর্থের অভাবে পড়াশুনা করতে পারছে না, তাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কি খুব খারাপ হবে! প্রথমে কোন উত্তর বা মতামত না এলেও দেখি সবাই একটু বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন ঐ একটাই সপ্তাহে দুই টাকা জমিয়ে আর কতো হবে? এটা দিয়ে অদৌ কি সবার পড়াশুনার খরচ চালানো সম্ভব? কিন্তু কি ভেবে যেনো আমার বড় ভাই ও সহপাঠী মোঃ মহসীন আলী আমার হাতে দুই টাকা দিয়ে বললো দেখি কি করেন। ব্যাস সেই শুরু। আস্তে আস্তে বিষয়টা সবাইকে আরো বুঝাতে লাগলাম। দেখি ধীরে ধীরে মামুন ভাই, রিপন, স্বপন, রাসেল এরা পরের সপ্তাহে আমাকে দুই টাকা করে দিতে শুরু করলো। আমিও আমার ডাইরির শেষ পাতায় সবার নামে ঐ টাকা জমা করলাম। ইতিমধ্যে আমার শিক্ষক প্রভাষক আব্দুল রাজ্জাক স্যারের সাথে এ বিষয়ে একটু আলোচনা হলো। তিনি আমাকে সাহস দিলেন আর বললেন ঠিক আছে আমিও তোমাদের সাথে থাকবো। ধীরে ধীরে টাকার পরিমাণ ৪০ টাকা হলো। এখন প্রশ্ন আসলো সংগঠনটির নাম, এর ধরণ, সদস্য কিভাবে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে। আমি আর রিপন একদিন বৃষ্টির দিনে আমার দাদা যে বারান্দায় বসে ডাক্তারি করতো সেই জায়গাতে বসে সংগঠনের নাম আর শ্লোগান নিয়ে বেশ চিন্তা করতে শুরু করলাম। অনেকগুলো নাম আমরা খাতায় লিখলাম। কিন্তু কোন নামই পছন্দ হচ্ছিলো না। এক পর্যায়ে এভাবে "আলোর প্রদীপ" আর "সুন্দর জীবনের প্রত্যয়ে" এই শ্লোগানটি মাথায় চলে আসলো। কিন্তু প্রশ্ন? আলোর আর প্রদীপ তো একই অর্থ। তখন চিন্তা করে বের করলাম যে এক অর্থ হলেও আমরা তো প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করতে পারি। আর

গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার খরচ আমরা চালাবো।

অতএব,যারা টাকা দিচ্ছিলো তাদের একত্রিত হওয়া জরুরী বিধায় আব্দুল রাজ্জাক স্যারের পরামর্শে সোনাতলা ইউনিয়ন পরিষদের কাজী অফিসে ১১ই অক্টোবর ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ একটি সভা আহ্ববান করা হলো। সেই সভায় যথারীতি দেখি সবাই উপস্থিত। স্যারও এলেন সভায়। আমরা তো কিছুই বুঝি না তাই সভার সব দায়িত্ব স্যারের উপর দেওয়া হলো। দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের প্রস্তাবকৃত নাম, শ্লোগান, সংগঠনের ধরণ, সদস্যপদ প্রদানের প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো। আমার দিব্যি মনে আছে সেদিনের সভা শেষে উকিল ভাইয়ের দোকান থেকে দুই প্যাকেট চানাচুর আর সল্টেচ বিস্কুট দিয়ে আমাদের অ-আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। পরে সদস্যপদ প্রদানের জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম চালু করা হলো। আস্তে আস্তে সদস্য ফরম, সদস্যপদ বাড়ানো সহ সার্বিক কার্যক্রম এগিয়ে যেতে থাকলো।

সিদ্ধান্ত হলো আমরা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সকল খরচ সংগঠন থেকে বহন করবো। মেধাবী নয় বরং শিক্ষার্থী নির্বাচনে তার পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য ও দারিদ্রতা বিবেচ্য হবে। ব্যাস শুরু সেখানেই । আশার কথা একটাই যে আজ পর্যন্ত আমরা ৭৩ জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়েছি। ধীরে ধীরে সদস্যপদ সংখ্যা বাড়তে থাকলো যে ধারা আজও অব্যাহত আছে। আমি সংগঠনের যাত্রা লগ্নের সদস্যদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ যে তারা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা বা শ্রম দিয়েছিলো তা বলার মতো না। সেসব সদস্যর মধ্যে বিশেষ করে মহসীন আলী, মেহেদী হাসান, রাসেল, রাজ্জাক স্যার, মোখছেদুল ইসলাম, আজাদ হোসেন, শাহাব উদ্দিন, মনিরুল, মেহেদী হাসান বাপ্পী, রবিউল আউয়াল, হাসিবুল হাসান অনিক, সানাউল হক, পাভেল কাজী, আব্দুল মমিন, মতিয়ার হোসেন, সুলতান আকন্দ, প্রমূখ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তীতে আরো যারা এসেছেন তারাও যে সংগঠনের জন্য কম পরিশ্রম করেছেন বা এখনো করে যাচ্ছেন তা অস্বীকার করা যায় না। সংগঠনের এতো দূর আসার পেছনে আমাদের প্রত্যকটি সদস্যর অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে। আমাদের উপদেষ্টা তারাও আমাদের প্রতিনিয়তই তাদের বুদ্ধি ও চেতনাদীপ্ত পরামর্শ প্রদান ও কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ

জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আরো কৃতজ্ঞতা না জানালে বড়ই অকৃতজ্ঞের পরিচয় দেয়া হবে, সোনাতলা ইউনিয়ন কাজী অফিস, আমলীতলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাতলা প্রি-ক্যাডেট স্কুল ও সোনাতলা সদর ইউনিয়ন পরিষদসহ কাবিলপুর গ্রামের নেতৃস্থানীয় সুধীবর্গ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, অগ্রজবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, সোনাতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ ও অত্র উপজেলার সকল জনসাধারণের প্রতি। তারা আমাদের প্রত্যেকটি কাজে স্নেহ-বাৎশল্য মমতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের আলোর প্রদীপ কে মহীরূপে রুপান্তরিত করার পথে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরিশেষে সকল তরুণ সমাজের উদ্দেশ্য বলতে চাই---

''নিজেকে জানো ও বোঝ এবং তাদানুসারে কাজ করো। সাফল্য তোমার নাগালেই।'' ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ

এম এম মেহেরুল
চেয়ারম্যান

আলোর প্রদীপের অনির্বাণ শিখায় আলোকিত হোক সমাজ

ইকবাল কবির লেমন

চেতনা, অহঙ্কার, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি আর ভালবাসার প্রিয় নাম বাংলাদেশ। শত সহস্র বছরের আরাধ্য এ দেশের সূর্য সন্তান তরুণ-যুবকদের প্রাণময় সাবলিল উপস্থিতিতে বার বার শাণিত হয়েছে চেতনা। স্পর্ধিত তারুণ্যে যুক্ত চেতনা সকল বৈষম্যে তাদের করে তুলেছে প্রতিবাদী। ব্রিটিশ বিরোধী ফকির সন্যাস আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, ইংরেজ খেদাও আন্দোলন, বাংলা ভাষার আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন ও মহান মুক্তি সংগ্রামে অকুতোভয় তারুণ্য দেখিয়েছিল সুশৃঙ্খল একতা, দেশপ্রেম। একটি প্রশিক্ষিত বিশ্বসেরা সামরিক বাহিনীকে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে নাকানি-চুবানি দিয়ে পরাস্ত করে বিশ্ববাসীর সামনে পতপত করে লাল সবুজের পতাকা উড়িয়েছিল যারা সে তালিকায় তরুণ-যুবাদের সংখ্যাই অগ্রগণ্য।

দেশপ্রেমিক প্রবীণদের সাথে নবীন তরুণ-যুবাদের মেধাদীপ্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ সকল ক্ষেত্রে সক্ষমতার পরিচয় দেয়া অন্যতম দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ আজ অনেক দেশেই অনুকরণীয়।

এই যে সৃষ্টিশীল তারুণ্য, অনন্ত সম্ভাবনার তারুণ্য তাকেও মাঝে মাঝে মূল কক্ষপথ থেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে তৎপর হয় দুর্নীতি, আদর্শহীনতা, অশীষ্ট কর্মকাণ্ড। নেতিবাচক এ বিষয়গুলো যখন সমাজকে বিষময় করে সমাজকে একেবারে নষ্ট করতে উদ্যত হয় ঠিক তখনি ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় উচ্ছলতা, প্রাণশক্তি আর নৈতিকতায় ভরপুর মূল স্রোতের তারুণ্য ও তাদের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। কক্ষচ্যুত তরুণ, যুব সমাজ ও অবক্ষয়ে নিমজ্জিত সমাজকে মূল কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে সেই যুব সমাজ ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো শুরু করে প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। ঘুণে ধরা নিমজ্জিত সমাজে আবার ফিরে আসে প্রাণ।

সোনাতলার আলোর প্রদীপও সমাজ বিনির্মাণকারী তেমনি একটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনটির সদস্যরা নিরবে-নিভৃতে আলোকিত করছে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলোকে। তাদের আলোর প্রদীপের দোদীপ্যমান শিখায় বিতাড়িত হচ্ছে অজ্ঞতা, শঠতা, বিবেকহীনতা, দুর্নীতি, মাদক, বাল্য বিয়েসহ

গুমোট সব অন্ধকার। চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছে কক্ষতাচ্যুতদের।

আলোর প্রদীপের মতো সামাজিক সংগঠনগুলোর চেতনার বহ্নিশিখা অনির্বাণ থাকলে পথ হারাবেনা জাতি, পথ হারাবেনা বাংলাদেশ।

(লেখক সম্পাদক-বগুড়া বার্তা ২৪ ডটকম ও প্রয়াস,
সংস্কৃতি কর্মী এবং কলেজ শিক্ষক)

তবু বেঁচে থাকা

বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত

সাতগাছি বাসস্ট্যান্ড। বাসস্ট্যান্ডের ঠিক পেছনে চিত্তর চায়ের দোকান। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই চা পিপাসু মানুষেরা সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করে। সকালের প্রথম চায়ের নেশা, আমাকেও প্রতিদিন নিয়ে যায় চায়ের আড্ডায়।

চায়ের আড্ডায় মশগুল থাকলেও, কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি- ঐ বাসস্ট্যান্ডে এক বৃদ্ধার আবির্ভাব ঘটেছে। বয়স মোটামুটি সত্তর ছুঁইছুঁই। বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীরা আসেন আবার চলেও যান।এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, বৃদ্ধা এসে, ওখানেই ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। সঙ্গে একটা পুটুলি আর একটা জলের বোতল। ঐ পুটুলিতে হয়ত বেঁচে থাকার জন্য, ক'দিনের রসদ মজুত করা ছিল।

সেগুলো শেষ হতেই, বৃদ্ধার শরীর ধীরেধীরে ভাঙতে শুরু করে। অথচ, মানুষের কাছে হাত পাতার স্বভাব তাঁর নেই। শুধু মাঝেমাঝে জলশূন্য বোতলটা নিয়ে, অশক্ত দেহে, চিত্তর দোকানে এসে জল চায়। শুধু জল কেন, চিত্তকে দেখেছি, কখনও নিজের হাতে গড়া চায়ের সাথে কিছু খাবারও ওকে দিয়েছে। কিন্তু, তাতে করে তো একটা মানুষ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে উঁনি ক্রমশ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ছেন। হাঁটার ক্ষমতাও তাঁর নেই বললেই চলে।

এলাকার উদ্যোগে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য, কোন এক সামাজিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ যে করা হয় নি, তা নয়। কিন্তু, কোনমতেই তাঁকে সেখান থেকে সরানো যায়নি। উঁনি কিছুতেই অন্য কোথাও আর যাবেন না। জোর করে হয়ত তাঁকে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সেটা করা হয় নি।

হতে পারে, কারও ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়াটা, সংস্থার নিয়ম-বিরুদ্ধ।

যাই হোক, গড়িয়ে যায় আরও কিছু সময়। বাসস্ট্যান্ডের এককোণে, চেয়ারে বসা মানুষটিকে দেখলে মনে হয়, বিধাতার দেওয়া প্রাণটুকু বিধাতাকেই ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য,ধ্যানমগ্ন হয়ে উঁনি বসে আছেন। না হলে, একটানা ওভাবে ক'জন বসে থাকতে পারে!

ওভাবে বসে থাকতে দেখে, একদিন এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। কিছু টাকা ওর হাতে গুজে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনার কেউ নেই? ক্ষীণ-কণ্ঠে উত্তর ভেসে এল ওর

কণ্ঠ থেকে- আমার মা আছেন। আপনার মা-বিস্ময় ঝরে পড়ল আমার গলায়। এই মা কী ওর নিজের মা। নাকি উনি ঈশ্বরের কথা বলছেন। আবার ভাবলাম, উনি কী অবিবাহিতা। নাকি ওর কোন ছেলেপুলে নেই। নাহলে শুধু মায়ের কথা বললেন কেন। নাকি, ছেলেপুলে থাকলেও, আজ ওর এই অবস্থার জন্য, তারাই দায়ী। এর উত্তর পেতে, আরও দু'একটা প্রশ্ন ওকে করেছিলাম। যদিও, সেসব প্রশ্নের উত্তর উনি দেননি। প্রশ্ন করা থেকে বিরত হয়ে, গুটিগুটি পায়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনে হল- সব কেনর হয়ত উত্তর দেওয়া যায় না।

গড়িয়ে যাওয়া সময়ের সাথে, তাঁর এই আস্তানাটুকুও একদিন পাল্টে গেল। বলা ভাল-পাল্টে দিতে হল। বাসস্ট্যান্ড তো আরও দশ জনের সুবিধার্থেই করা হয়ে থাকে। তা যদি কারও জন্য নোংরা, অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে, সেটাও তো হতে পারে না। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল একটা 'সেফ' জায়গায়।

সময় পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর এসে গেল। তাঁকে দেওয়া খাবারগুলোর বেশির ভাগ আজ পড়ে থাকে পাশে। দরদি রমেন এসে মাঝে মাঝে তাঁকে খাইয়ে যায়। পরনের নাইটিটাও এক-আধদিন পাল্টে দেয়। পাশে পড়ে থাকা খাবারে পচন ধরে। উঁনি চাইলেও, সে পোকারা এখনও আসেনি তাঁর কাছে...

(লেখক ও শিক্ষক, দমদম, কলকাতা)

যদি পারতাম

কাউছার রহমান সুজন

যদি পারতাম প্রত্যাখ্যান করতাম এই পরগাছা জন্ম
টবের কালো গোলাপের মতো,
কালো মাছির মতো,
বিকেলের ঘুমের মতো,
এক টুকরো মাখনের মতো স্বল্পায়ু।
ধুলোবালি ও কাঁদার মাঝে গড়াগড়ি খাওয়া সামান্য জীবন,
পিছু পিছু ধাওয়া করা মৃত্যু
সব প্রত্যাখ্যান করতাম।
কেউ যদি অদল বদল করে নিতো মরুভূমির বদলে মরুদ্যান,
বালুচরের বদলে এক টুকরো সমুদ্র সফেন।
তবে বাক্যগুলো সব কেজি দরে বিক্রি করে দিতাম সস্তা দরে।

(নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, shibgonjsujon@gmail.com)

স্মৃতিচিত্র

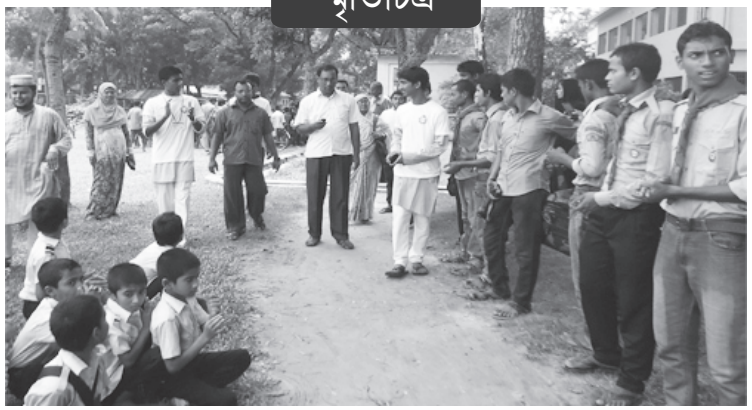

আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক
মানব বন্ধনও র‍্যালি

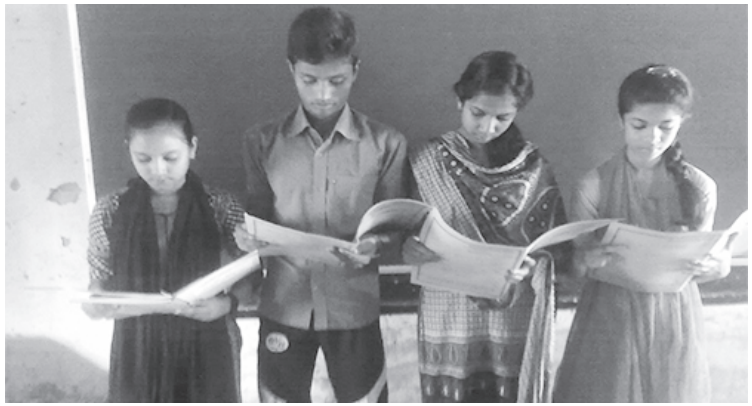

"আলোর প্রদীপ বৃত্তি প্রকল্প- ২০১৬" এর কৃতি শিক্ষার্থীদের
শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প-৬"
অনুষ্ঠান
আলোর প্রদীপ।

আলোর প্রদীপ

আলোর প্রদীপ

মনিটরিং বোর্ড

আয়না-০১